দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 JAN. 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ......

# শিক্ষা এবং উন্নয়ন

শিক্ষা এবং উন্নয়নের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিশ্ব ব্যাংক-এর তথ্য মানচিত্র ৯৬ এ সত্যটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। সদ্য প্রকাশিত এ তথ্য মানচিত্রে ১৯৮৫–৯৪ সনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এ সময়ে যেসব দেশ বার্ষিক ছয় শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে তাদের সকলেই শিক্ষায়ও এগিয়ে আছে। এসব দেশে নব্বই শতাংশের বেশী শিশু এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার হার ও প্রবৃদ্ধিগত অগ্রগতির সঙ্গে শিশুমৃত্যুর হারও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। শিশুমৃত্যুর হার যেখানে উচ্চ, শিক্ষা আর প্রবৃদ্ধির হার সেখানে নিম্ন। আমরাও এ তথ্যটিকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এ দিকটির ওপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

উদ্ধৃত তথ্যের আলোকে আমরা যদি আমাদের পরিস্থিতি বিবেচনা করি, প্রথম দৃষ্টিতেই হতাশ হওয়ার কারণ আছে। যে ক্ষেত্রে চীন, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশ প্রায় সম অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে শিক্ষিতের হার নব্বই–ছিয়ানব্বই–এ উঠিয়ে নিতে পেরেছে, প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও সত্তর শতাংশ ছাড়িয়েছে, আমরা তখনও পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি পড়ে আছি। একইভাবে আমাদের প্রবৃদ্ধির হারও চীন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক কম। শিশুমৃত্যুর হারও এদের তুলনায় এখনও বেশী আছে। এ পরিস্থিতি বিশ্ব ব্যাংক তথ্য মানচিত্রে প্রতিফলিত তথ্যকেই সমর্থন করে। কাঙ্ক্ষিত সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে আমাদের তাই স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষার দ্রুততর বিস্তারের ওপর জোর দিতে হবে।

আমাদের বাস্তবতার একটি সন্তোষজনক দিকও অবশ্য রয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরই স্বাস্থ্য সেবার বিস্তার তথা শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ওপর জোর দেন। এর ফলে আমাদের টিকাদান কর্মসূচী সাফল্যের নিরিখে উন্নত বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। শিশুমৃত্যুর হার দ্রুত কমে আসতে শুরু করেছে। এর চেয়েও বেশী জোর দেয়া হয়েছে শিক্ষা বিস্তারের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সঙ্গে সঙ্গে গরীব ঘরের শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শিক্ষার জন্যে খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা (গ্রামে) অবৈতনিক করার পাশাপাশি সকল ছাত্রীর জন্যেই শিক্ষা বৃত্তির প্রবর্তন ঘটানো হয়েছে। সেবামূলক সংস্থাসমূহকে শিক্ষা কর্মসূচীতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বস্তুত, এরই ফলে শিক্ষার হার কুড়ি–বাইশ থেকে বর্তমান পর্যায়ে উঠতে পেরেছে। আশা করা যায়, এ ধারা অব্যাহত থাকলে প্রতিবেশী দেশগুলোর সমান স্তরে পৌছতে খুব দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন করবে না। আমাদেরও তাই আশাবাদী হতে দোষ নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে আশাবাদী হতে দোষের কিছু না থাকলেও অন্তরায় রয়েছে বিস্তর। রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিক্ষা আর উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে শুরু করেছে যে সরকারের একক চেষ্টায় অনুরূপ কর্মসূচীর পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হওয়ার নয়। এ অবশ্য কোন নতুন প্রত্যয় নয়, শিক্ষা এবং উন্নয়ন সব সময়ই সকলের অংশীদারিত্বের ওপর নির্ভরশীল। অস্থিরতা এই অংশীদারিত্বের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়টার সঙ্গে যেহেতু গোটা জাতির সম্মিলিত স্বার্থ জড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে মর্যাদাশীল অস্তিত্বের প্রশ্ন, আমাদের সকলকেই তাই মিলিত শ্রমে এ কর্মসূচীকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এ প্রচেষ্টায় পিছিয়ে পড়ার কোন সুযোগ নেই।

বিশ্ব ব্যাংকের মানচিত্রে উন্নয়ন এবং শিক্ষার যে সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে, আমরা সকলেই সে সম্পর্কে কিছুটা হলেও অবগত বা সচেতন। আমরা কথায় কথায়ই বলে থাকি, শিক্ষা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এরপর শিক্ষার পথে এবং উন্নয়নের পথে কোন বাধা থাকার কথা ছিল না। তবু বাধা আসে, সম্ভবত এ জন্যে যে, আমাদের কথা আর বিশ্বাসের কোথাও গরমিল থেকে গেছে। আমরা যা বলতে ভালবাসি তা করতে চাই না, বা যাই না। আজকের প্রতিযোগিতার যুগে উন্নয়ন তথা স্বনির্ভরতার দাবী এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে, এ নিয়ে টালবাহানার কোন সুযোগ কোথাও নেই। লক্ষ্য আমাদের তাই অর্জন করতেই হবে। আর আমাদের স্থির বিশ্বাস, সকলে আন্তরিক হলে শিক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ কঠিন কিছু না।